Journal of Gono Bishwabidyalay
Vol.4 Issue:1
January 2023
ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান: বাংলাদেশের করণীয়

মোহাম্মদ আসিফ চৌধুরী * [১]

১. ভূমিকা

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২২ থেকে রাশিয়া ইউক্রেনে বিশেষ সামরিক অভিযান চালিয়েছে। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশ যেমন যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানী প্রবল আপত্তি ও নিন্দা জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার উপর বাণিজ্যিক অবরোধ ও সাইবার অবরোধ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মার্কিন অনুগত এবং বনধু রাষ্ট্রগুলিকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই অবরোধের সাথে যুক্ত হতে যুক্তরাষ্ট্র নানা রকম চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে। এরমধ্যে বাংলাদেশ এবং ভারতও অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপক প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করেনি। বাংলাদেশের এই ভূমিকা সঠিক ও যথার্থ।

২. রাশিয়ার প্রতি বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রাখার কারণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে এবং বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল অসামান্য। বর্তমান রাশিয়া পরবর্তীতে ভেঙ্গে যাওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল অংশ বা রাষ্ট্র ছিল। রাশিয়ার রাজধানী মস্কো এবং ক্রেমলিন সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তির আধার ছিল। রাশিয়ারও শক্তির আধার ক্রেমলিন ও রাজধানী মস্কো। আমরা অনেকেই প্রায় বিস্মৃত যে ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক শাসকেরা যখন পূর্ব বাংলায় গণহত্যা শুরু করে সেই নিদারুণ সময়ে অসহায় বাঙালীদের পক্ষে একটি মাত্র রাষ্ট্র, এবং তাও আবার পরাশক্তি, সোভিয়েত ইউনিয়ন সর্বপ্রথম প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার বাঙালীদের পক্ষে হস্তক্ষেপ করেছিল। পৃথিবীর আর কোন রাষ্ট্র সেসময় পূর্ব বাংলার গণহত্যার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে বাঙালীদের পক্ষে অবস্থান নেয়নি। তৎকালে বাঙালীদের একমাত্র প্রতিনিধি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে খুব হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল তা নয়। আওয়ামী লীগের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কই ছিল ভালো। পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতিতে ওয়ালী খানের ন্যাপকে রুশপন্থী বাম দল হিসাবে চিহ্নিত করা হতো। পূর্ব পাকিস্তানে এই দলের শাখা প্রধান ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। কিন্তু রুশপন্থী ন্যাপের তেমন কোন জনপ্রিয়তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল না। অপরপক্ষে ভাসানীপন্থী ন্যাপ ছিল চীনপন্থী। পূর্ব বাংলায় চীনপন্থী ভাসানী ন্যাপেরই জনপ্রিয়তা এবং রাজনৈতিক সামর্থ ছিল। ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীন পাকিস্তানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। চীনপন্থী ন্যাপের প্রধান মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন। কিন্তু ভাসানী ন্যাপের সাধারণ

১ সিনিয়র প্রভাষক, রাজনীতি ও প্রশাসন বিভাগ, গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, ১৩৪৪।
* Corresponding Author's email: asif.pg.gb@gmail.com মোবাইল নং: ০১৮১৬৩৩৩১৬৮

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

গণ বিশ্ববিদ্যালয়
Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

সম্পাদক রংপুরের মশিউর রহমান পুরোপুরিভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে "কুকুরের লড়াই" বলে অভিহিত করেন। মশিউর রহমান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে গিয়ে চীনের পক্ষে থেকেছেন। [১]

এটা খুবই বিস্ময়কর যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বর্তমানের রাশিয়া, সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের সমর্থণ করেছে এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের গণহত্যার সরাসরি বিপক্ষে আবস্থান নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে শক্তিশালী সোভিয়েতপন্থী কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। তা সত্বেও ২৬ মার্চ ১৯৭১ গণহত্যা শুরুর ৭ দিনের মধ্যে ২রা এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডিয়াম সভাপতি নিকোলাই পদগর্ণী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়াকে একটি সুস্পষ্ট ও শক্ত পত্র লেখেন। এই পত্রে জেনারেল ইয়াহিয়াকে গণহত্যা বন্ধ করতে বলা হয় এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধান করতে বলা হয়।[২] পৃথিবীর তৎকালীন দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের এই পত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘটনা নির্ধারক ছিল। এই পত্র উপেক্ষা করার অর্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়াকে উপেক্ষা করা এবং তার শক্তিকে উপেক্ষা করা। ইয়াহিয়া খান পদগর্ণীর পত্রকে উপেক্ষা করে সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলেন। তিনি চীনের কাছে গিয়ে পাল্টা একটি সমর্থক পত্র সংগ্রহ করেন। কিন্তু এতে জেনারেল ইয়াহিয়ার শেষ রক্ষা হয়নি।[৩]

রাশিয়ার প্রতি বাংলাদেশের কৃতজ্ঞ থাকার কারণ এই যে, সোভিয়েত সাহায্য ও সমর্থন ছাড়া বাংলাদেশ রাষ্ট্র তৈরির সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন শক্তভাবে পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন করেছে। ফলে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালীদের হত্যা, নির্যাতন এবং দেশ থেকে বিতাড়ণ করে উদ্বাস্তু করে দেয়ার কার্যক্রমে যথেচ্ছ সাহায্য পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা পরিস্থিতি পুরোপুরো পাল্টে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া চীনকে কড়াভাবে সাবধান করে দেয় যে, যদি চীন ভারতকে আক্রমণ করে, যেমন চীন করেছিল ১৯৬২ সনে, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মধ্যএশিয়ায় চীনের সাথে রাশিয়ার যে দীর্ঘ সীমানা রয়েছে সেটি ঠিক নাও থাকতে পারে।[৪] চীন পুরোপুরিভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সতর্কবার্তা হৃদয়ঙ্গম করে। পাকিস্তানের প্রতি তার মৌখিক এবং জাতিসংঘে সমর্থন ছাড়া ১৯৭১ সনের নভেম্বরে শুরু হওয়া পাক-ভারত যুদ্ধে চীন ভারতীয় সীমান্তে এক পাও প্রবেশ করায়নি।

দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়ন আরেক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কড়া বার্তা পাঠিয়েছিল যে, পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি সাহায্য করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমাণবিক যুদ্ধসহ তৃতীয় মহাযুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাসে পাক-ভারত যুদ্ধ চলাকালে চীন সাগরে অবস্থিত মার্কিন পারমাণবিক নৌ ঘাটি থেকে তাদের এন্টারপ্রাইজ (Enterprise) নামক জাহাজ পারমাণবিক অস্ত্রসহ বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হলে মার্কিন পারমাণবিক এই নৌবহরকে পশ্চাৎধাবন করতে রাশিয়ার ভ্লাডিভস্টক থেকে মস্কো রাশিয়ার পারমাণবিক নৌবহর পাঠিয়ে দেয়।[৫] যুক্তরাষ্ট্র

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

তখন বুঝতে পারে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের জন্য রাশিয়া পারমাণবিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এই বোধ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সরাসরি সামরিক সাহায্য দান থেকে পিছু হটে।

চীনের সম্ভাব্য আগ্রাসন এবং পাকিস্তানের প্রতি শক্ত মার্কিন সমর্থনে বিচলিত এবং ভয়ার্ত ভারতকে সাহসী ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে মস্কো ১৯৭১ সনের ৯ আগষ্ট **ভারত-সোভিয়েত মৈত্রিচুক্তি** করে। এটি আসলে একটি সামরিক চুক্তি। এই চুক্তির ৯ নং ধারায় আছে যে, ভারতকে কোন শক্তি আক্রমণ করলে মস্কো মনে করবে ঐ আক্রমণ সোভিয়েত ইউনিয়নকে করা হয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেউ আক্রমণ করলে মস্কো যেসব পদক্ষেপ নিতো, ভারতকে আক্রমণ করলে সে সেসব পদক্ষেপই নিবে।[৬] অতএব, ভারত আক্রমণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করবে সেটি এই চুক্তিতে নিশ্চিত করা হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারবার পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব আনয়ন করে। যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবটি গৃহীত হলে পাকিস্তান রক্ষা পেয়ে যেতো। পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের অধীনেই থাকতে হতো। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭১ সনের ৪ ডিসেম্বর, ৫ ডিসেম্বর ও ১৪ ডিসেম্বর তিনবার ভেটো প্রয়োগ করে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবগুলো নাকচ করে দেয়। ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় জেনারেল নিয়াজির আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত মস্কো চীনকে সতর্কবার্তা দিয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পরমানু অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখিয়ে ভারতকে আগলে রেখেছিল। এই কারণেই বাংলাদেশের জন্ম এতো অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছিল। অনেকে এই কারণে বাংলাদেশের জন্মকে সিজারিয়ান বার্থ অব বাংলাদেশ বলে থাকেন। ডাক্তারটি এখানে ছিল মস্কো। অতএব, রাশিয়ার প্রতি বাংলাদেশের কৃতজ্ঞতাবোধ ঐতিহাসিক এবং চিরস্থায়ী। এই কারনেই রাশিয়ার বিরোধিতা করা বাংলাদেশের পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

৩. ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিযান

ইউক্রেন এক সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত ১৫ রাষ্ট্রের একটি ছিল। ১৯৯১ সনে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলি আলাদা হয়ে যাওয়ার ফলে ইউক্রেন আলাদা হয়ে যায়। ইউক্রেন প্রায় ৮৭% মানুষ অর্থডক্স খৃষ্টান। বর্তমানে যিনি প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি একজন ইহুদি। খৃষ্টান নন। জেলেনস্কি এবং তার অনুসারীরা ইউক্রেনের রুশ ভাষাভাষীদের উপর এক ধরণের অত্যাচার শুরু করে।[৭] কিন্তু সবচেয়ে বড় যে কাজটি সে করে তাহলো মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট NATO (North Atlantic Treaty Organization) এর সে সদস্য হতে চায়। NATO র সদস্য হলে ইউক্রেনে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি হবে এবং পারমাণবিক অস্ত্রও রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্থাপন করা হবে।[৮] রাশিয়ার একেবারে পাশেই ইউক্রেন অবস্থিত। এরকম অবস্থায় ঘরের কোণে রাশিয়া বিরোধী সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা কখনোই মস্কো মেনে নিতে পারে না।[৯] উল্লেখ্য ১৯৬২ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি দ্বীপরাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট কিউবাকে ক্রমাগত মার্কিন হুমকির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় ক্ষেপনাস্ত্র স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রবল মার্কিন প্রতিক্রিয়ায়, প্রায় পারমাণবিক যুদ্ধ হওয়ার উপক্রমের কারণে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সে উদ্যোগটি রহিত হয়। তবে কিউবাকে আক্রমণ না

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

করার প্রতিশ্রুতি ওয়াশিংটনকে দিতে হয়েছিল। ঠিক একই ভাবে ইউক্রেনে, রাশিয়ার ঘরের কোণে, মার্কিন ও NATO র সামরিক ঘাটি হবে এমনটা মস্কো কখনোই সহ্য করবে না।[১০] প্রয়োজন হলে এরজন্য মস্কো পারমাণবিক যুদ্ধেও যেতে পারে। এই বিপদ ও সম্ভাবনা অনুমান করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় অনুগামীরা ইউক্রেনকে সরাসরি সামরিক সাহায্য দিতে বিরত থাকছে। তারা রাশিয়ার উপর একের পর এক নিষেধাজ্ঞা দিয়ে যাচ্ছে। বানিজ্য ও সাইবার অবরোধ তৈরি করছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও তাদের এই অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞায় তাদের সাথে যোগ দিতে চাপ সৃষ্টি করছে।

৪. অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞার ফলাফল

রাশিয়ার উপর অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কোন লাভ হবে না। রাশিয়ার জনগণ কঠোর পরিস্থিতিতে পুনরুজ্জীবিত হওয়ার শক্তি ও সামর্থ রাখে।[১১] ২০০ বছর আগে ফ্রান্সের নেপোলিয়ন রাশিয়া দখল করতে গিয়েছিল। পারেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার মস্কোর দ্বারপ্রান্তে পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু রাশিয়ার জনগণ শক্তভাবে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। জার্মানীকে বিধ্বস্ত হয়ে ফিরতে হয়েছিল। রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন পাল্টা জার্মানী দখল করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাশিয়ার নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন এক পরাশক্তিতে পরিণত হয়। এখনও রাশিয়া বিশ্বের দুই পরাশক্তির একটি। কম্যুনিষ্ট চীন আদর্শিকভাবে এবং ভৌগোলিক কারনে রাশিয়ার বড় সমর্থক। শুধু তাই নয়, মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ভারত ও বাংলাদেশ রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগামীদের নিষেধাজ্ঞা রাশিয়াকে কখনও পর্যুদস্ত করতে পারবে না। বরং এমন এক সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে যে চীন ও রাশিয়ার নেতৃত্বে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পৃথিবীতে তৈরি হতে পারে। সেরকম পরিস্থিতি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান যে খুব সুখের হবে এমনটা মনে করার কোন কারণ নাই।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানীসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মানবাধিকার লংঘন, গণহত্যা, সার্বভৌমত্ব ভঙ্গ ইত্যাদি অভিযোগ করে রাশিয়ার নিন্দা জানাচ্ছে। কৌতুহলের বিষয় এই যে, এইসব দেশগুলি তাদের অতীত এবং বর্তমানের ভূমিকাগুলো মোটেই দেখছে না। অতি সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে ভূয়া তথ্য উপস্থাপন করে ইরাক আক্রমণ করেছে। বিনা প্ররোচনায় আফগানিস্তান আক্রমণ করেছে। এইসব ক্ষেত্রে ঐসব দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব এবং আন্তর্জাতিক আইনের পুরাপুরি লংঘন হলেও কোন পাশ্চাত্য রাষ্ট্র একটি কথাও বলেনি। সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থেকেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর প্রথম দেশ যে পারমাণবিক অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহার করেছে। জাপানের নিরীহ বেসামরিক ব্যক্তিদের উপর দুইটি আনবিক বোমা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ফেলেছিল। তখন তাদের মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি মনে হয়নি। দীর্ঘদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের স্বাধীনতাকামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। তাতেও তাদের দ্বারা মানবাধিকার লংঘন হয়নি। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোর অতীত তো আরও ভয়াবহ। স্পেন দক্ষিণ আমেরিকার আধিবাসীদের উপর গণহত্যা চালিয়ে পুরো মহাদেশকে ল্যাটিন আমেরিকা বানিয়ে ফেলেছে। হল্যান্ড ইন্দোনেশিয়াকে ৫০০ বছর দখল করে

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

উপনিবেশিক শাসন করেছে। বৃটেন ভারত ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে দখল ও পরাধীন করে দীর্ঘদিন শাসন করেছে। ফ্রান্স ভিয়েতনাম এবং ইন্দোচীন দখল করে দীর্ঘদিন উপনিবেশিক শাসন চালিয়েছে। এমনকি চীনের মতো বৃহৎ এবং প্রাচীন সভ্যতার দেশকে পুরোপুরি দখল করতে না পারলেও চারিদিকে বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনাভূমি দখল করে নিজ নিজ জোন তৈরি করেছিল। বৃটেন ভারত থেকে আফিম নিয়ে চীনা জনগণকে জোর করে আফিম খেতে বাধ্য করে চীনকে আফিমখোড়ের দেশে পরিণত করেছিল। এমনকি ক্ষুদ্র জাপান যে নাকি রাশিয়ার নিন্দা করছে সেও বিশাল চীনের বুকে শক্তি

প্রয়োগ করে মাঞ্চুকু নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মাওসেতুং যে যুদ্ধ ও লংমার্চ করেন সেটি জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধেই ছিল। কোরিয়াতে জাপানের ঘৃণ্য ও নৃশংস কর্মকাণ্ডের তথ্য ও কাহিনী এখনো প্রকাশিত হয়। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তুলনাহীন অপরাধ ও নৃশংসতামূলক কর্মকাণ্ড ছিল সীমাহীন। আফ্রিকার নিরীহ ও স্বাধীন মানুষগুলোকে জোর করে জাহাজে করে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস হিসাবে বিক্রি করা হয়েছে। পুরো আফ্রিকা মহাদেশকে ইউরোপের এইসকল দেশসমূহ দখল করে আলাদা আলাদা ভাগ করে শাসন করেছে। অতএব এই ইতিহাস ও কান্ডকারখানা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগামীদের মানবাধিকার ও সার্বভৌমত্বের লংঘন ইত্যাদি কথাবার্তা একেবারেই মূল্যহীন এবং হাস্যকর।

১৯৪৫ থেকে ১৯৯১ এই দীর্ঘ সময় ঠান্ডা লড়াইয়ের সময়কাল ছিল। আমেরিকার বিদ্বেষ এবং সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে ঘিরে ফেলার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও কঠোরতার মধ্যেও সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছুই হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রাশিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষ থেকেছে এবং এখন রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সমকক্ষই আছে। অতএব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগামী দেশসমূহের বিধি নিষেধ রাশিয়াকে মোটেই বিচলিত করবে না। বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উদ্যোগ অনেকেই যেমন মধ্যপ্রাচ্যে ভালো চোখে দেখছে না। সম্ভবতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এইসব নিষেধাজ্ঞা ও বানিজ্যিক অবরোধ বহাল রাখলে রাশিয়া ও চীন একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে। সেই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগামীরা নূতন বাণিজ্যিক ব্যবস্থায় খুব ভাল অবস্থায় থাকবে না।

৫. বাংলাদেশের করণীয়

বাংলাদেশ জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে অংশগ্রহণ করেনি। ভারত এবং পাকিস্তানও করেনি। এতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশসহ ভারত ও পাকিস্তানের উপর নানা প্রকার চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে না গিয়ে সঠিক কাজটিই করেছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধাচারন করা কোন মতেই কাম্য নয়। কারণ বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাশিয়া বা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল তুলনাহীন। সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় মহাযুদ্ধ বা পরমাণুযুদ্ধের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছে। দুর্বল ও দ্বিধাগ্রস্ত ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়নই সবল সমর্থন দিয়েছিল। চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে কঠোরভাবে সতর্কবার্তা দিয়ে ভারতকে শক্তভাবে আগলে রেখেছিল। সোভিয়েত নিরাপত্তা বলয়ে থেকে ভারত সহজেই পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের জেনারেল নিয়াজিকে ১৯৭১ সনের ১৬

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে। এইভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বড় রকমের সহায়তা বাংলাদেশকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে এবং বাংলাদেশের জনগণ রাশিয়ার প্রতি সবসময়ই কৃতজ্ঞ ও সহানুভূতিশীল থাকবে। উল্লেখ্য যে রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের এই বিরাট অবদান কখনোই উচ্চকণ্ঠে প্রচার করেনি। এমনকি ১৯৭২ সনের পর বাংলাদেশের রাজনীতি বা অন্যত্র হস্তক্ষেপও করেনি। অতএব বাংলাদেশ এই ঐতিহাসিক সত্যটি জেনে এবং মেনে বাংলাদেশ রাশিয়ার প্রতি ইউক্রেন বিষয়ে যে নীতি গ্রহণ করেছে সেটি যুক্তিসংগত ও জনগণ অনুমোদিত।

৬. পরিশিষ্ট

সুপ্রীম সোভিয়েতের প্রভাবশালী নেতা ও চেয়ারম্যান নিকোলাই পদগর্ণী কর্তৃক পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যা বন্ধে ও শান্তিপূর্ণ সংকট নিরসনের জন্য সতর্ককরণ বার্তা প্রেরণ:

[MESSAGE FROM N. V. PODGORNY TO THE PRESIDENT OF PAKISTAN. (Pravda, April 4. p. 1. Complete text:) N. V. Podgorny, Chairman of the Presidium of the U.S.S.R. Supreme Soviet, sent the following message to M. Yahya Khan, President of the Republic of Pakistan.]

Dear Mr. President:
The report that the talks in Dacca have been broken off and that the military administration has found it possible to resort to extreme measures and has used armed force against the East Pakistani population has been received with geat alarm in the Soviet Union.

Soviet people cannot but be disturbed over the many casualties, sufferings and privations that this turn of events has visited upon the Pakistani people. The arrest and persecution of M. Rahman and other political figures who received such convincing support from the overwhelming majority of East Pakistan's population in the recent general elections have also aroused concern in the Soviet Union. The Soviet people have always sincerely wished the Pakistani people well, have wished them to prosper and have rejoiced at their successes in solving, by democratic means, the complicated problems confronting the country.

We cannot refrain from voicing a well intentioned word from friends in this time of trial for the Pakistani people. We have been and remain convinced that complicated problems that have arisen in Pakistan of late can and must be solved by political means, without the use of force. The continuation of repressive measures and bloodshed in East Pakistan surely will only make the solution of these problems more difficult and may be highly detrimental to the vital interests of all the Pakistani people.

We consider it our duty, Mr. President, to address to you, on behalf of the Presidium of the U.S.S.R. Supreme Soviet, an insistent appeal for the adoption of the most immediate measures to stop the bloodshed and repression against the populace in East Pakistan and to turn to methods of a peaceful political settlement. We are convinced that this would meet the interests of all the

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

Pakistani people and the cause of preserving peace in this area. Peaceful solution of the problems that have arisen would be welcomed by all the Soviet people.

In addressing this appeal to you, we are guided by the generally accepted humanitarian principles set down in the Universal Declaration of Human Rights and by concern for the welfare of the friendly Pakistani people.

We hope, Mr. President, that you will correctly interpret the motives that have guided us in addressing this appeal to you. It is our sincere wish that tranquility and justice reign in East Pakistan within the very near future. — N. PODGORNY.

The Kremlin, Moscow, April 2, 1971.

৭. তথ্যসূত্র

১ উমর, বদরুদ্দিন, *একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০-১১

২ Letter of N. V. Podgorny, Chairman of the Presidium of the U.S.S.R., to President M. Yahya Khan of Pakistan, Dated 2 April 1971, *Pravda*, April 4, 1971, p.1. Quoted in *The Current Digest of the Soviet Press*, Vol. XXVIII, No. 14 (1971), pp.35-36

৩ *Pakistan Times*, 13 April 1971

৪ *Newsweek*, 16 June 1974, p.24, quoted in A. R. Khan, *India, Pakistan and Bangladesh: Conflict or Cooperation?*, Dacca, 1976. p. 139

৫ James M. McConnell & Anne M. Kelly, "Super-Power Naval Diplomacy: Lessons of the Indo-Pakistani Crisis 1971", *Survival*, November/December, IISS, London, 1973, pp. 289-295

৬ Article IX of **The Indo-Soviet Treaty of Peace, Friendship and Co-operation**, 9 August 1971:

> "Each High Contracting Party undertakes to abstain from providing any assistance to any third country that engages in armed conflict with the other Party. In the event of either being subjected to an attack or a threat thereof, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consultations in order to remove such threat and to take appropriate effective measures to ensure peace and the security of their countries."

৭ See Human Rights Watch World Reports of 2020, 2021 and 2022

৮ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন 'জাতীয় প্রতিরক্ষা কৌশল-২০২২ (National Defense Strategy-2022, NDS-2022)' এ ইউরোপে রাশিয়াকে (acute threat) তীব্র/গভীর/বিষম হুমকী হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং এজন্য NATO কে ব্যবহার করার বিষয় নির্দেশ করা আছে। বিস্তারিত জানতে দেখুন: www.defense.gov/National-Defense-Strategy/

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay

ISSN: 2521-828X(Print)
2706-9303 (Online)
2706-9311(CD-ROM)

৯ John Mearsheimer, "Why the Ukraine Crisis is the West's Fault," *Foreign Affairs*, Vol. 93, No. 5 (2014), p.1

১০ John Mearsheimer on "Why the West is Principally Responsible for the Ukrainian Crisis", *Economist*, March 19th 2022

১১ Julian Walterskirchen, Gerhard Mangott, Clara Wend, *Sanction Dynamics in the Cases of North Korea, Iran, and Russia: Objectives, Measures and Effects*, Springer, 2022, pp. 60-63

© 2023 Journal of Gono Bishwabidyalay